দুর্নীতি বিরোধী নীতি

১. জালিয়াতি ও দুর্নীতি রোধকরণ

এআইপিপি'র নিজস্ব সংবিধান, গঠনতন্ত্র ও মৌলিক মূল্যবোধ রয়েছে, যেগুলো হবে দুর্নীতি বিরোধী নীতির শূন্য সহনশীলতার ভিত্তি। এই নীতিতে দুর্নীতি বিরোধী আইনের সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণের জন্য সকল এআইপিপি কর্মকর্তা ও স্টাফ তথা যেসব সদস্য-সংগঠন ও পার্টনারদের সাথে এআইপিপি'র সরাসরি প্রকল্প অংশীদারিত্ব রয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য আচরণের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এসবের মধ্যে বেসরকারী ও সরকারী খাতসহ যে কোন ব্যক্তি থেকে নেয়া বা দেয়া যে কোন ধরনের অনিয়ম পরিশোধ, উপহার বা উৎসাহমূলক অর্থ/ঘুষ বিধি-নিষেধ করে এমন সকল আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আইনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নীতি যে কোন সরকারী ও এর সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই নীতি এআইপিপি'র অভ্যন্তরে বা বাইরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে অধিকতর সামঞ্জস্য ও যথোপযুক্ততা বিধানের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং/বা সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ও প্রয়োজনানুসারে সংশোধন করা যাবে। সকল সদস্য, পার্টনার ও স্টাফদের জন্য এই নীতি মেনে চলার অত্যাবশ্যকীয়তা রয়েছে।

১.১. এআইপিপি'র দুর্নীতি বিরোধী নীতি

এই দুর্নীতি বিরোধী নীতি হচ্ছে এআইপিপি'র সামগ্রিক পরিচালনা কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১.১.১. নীতির উদ্দেশ্য

এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এআইপিপি'তে অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকরভাবে দুর্নীতি মোকাবেলা করতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য নেয়া কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও শক্তিশালী করা।

১.১.২. সংজ্ঞা ও পরিধি

এই দলিলে দুর্নীতি বিরোধী সংজ্ঞার ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক সাধারণভাবে ব্যবহার্য সংজ্ঞা।

- "ঘুষ প্রথা" বলতে কায়েমী স্বার্থ অর্জন ও বজায় রাখার নিমিত্তে অন্য কোন পক্ষের কাজ বা সিদ্ধান্তে অবৈধ নিয়মে প্রভাবিত করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূল্যবান কোনকিছু প্রস্তাব করা, প্রদান করা, গ্রহণ করা বা দাবি করাকে বুঝায়। মূল্যবান কোনকিছুর মধ্যে নগদ অর্থ, উপহার ও সৌজন্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- "দুর্নীতি প্রথা" এর অর্থ হলো সুশাসন ও আইনের শাসনকে পদদলিত করে বেসরকারী ও সরকারী উভয় সেবা ও ব্যবসায় ব্যক্তিগত অর্জন ও আর্থিক লাভের জন্য যে কোন অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার।
- "সঞ্চালনা পরিশোধ" এর অর্থ হলো কোন কাজ বা কাজের গতিকে সঞ্চালিত করা বা জোরদার করার জন্য সরকারী কর্মকর্তা বা অন্য কোন পক্ষকে কিছু অর্থ প্রদান করা।
- "জালিয়াতি প্রথা" বলতে অবৈধ নিয়মে কোন আর্থিক বা অন্যকোন লাভ অর্জন করা বা কোন অভিযোগ পাস কাটানোর উদ্দেশ্যে কোন পক্ষকে প্রতারণা করার লক্ষ্যে সম্পাদিত কোন কার্যক্রমকে বুঝায়।

- "প্রতারণার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক প্রথা" বলতে কোন তৃতীয় পক্ষের কাজকে অবৈধ উপায়ে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে তৃতীয় পক্ষের অজ্ঞাতসারে দুই বা ততধিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন গোপন সমঝোতা/ব্যবস্থাকে বুঝায়।

- "দমনমূলক প্রথা" এর অর্থ হলো কোন পক্ষের কার্যক্রমকে অবৈধ নিয়মে প্রভাবিত করার নিমিত্তে উক্ত পক্ষ বা এর সম্পত্তি বা উক্ত পক্ষের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দুর্বল বা ক্ষতি করার জন্য দুর্বল করা, ক্ষতি করা বা হুমকি প্রদান করা।

- "প্রতিশোধগ্রহণ" এর অর্থ হলো কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এআইপিপি'র রেগুলেশন ও বিধিমালার লঙ্ঘন বা বরখেলাপের ঘটনা ফাঁস করে দেয়ার জন্য এআইপিপি'র কোন স্টাফ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নেয়া কোন কাজ।

- "হুইসেল বাজানো ব্যক্তি" বলতে এআইপিপি'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে হয় নাম গোপন রেখে নতুবা প্রকাশ্যভাবে যোগাযোগ করে এআইপিপি'র কোন কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচীর দুর্নীতি সম্পর্কে ফাঁস করে দেয়া এআইপিপি'র কোন স্টাফ বা কোন তৃতীয় পক্ষকে বুঝায়।

- "হুইসেল বাজানো ব্যক্তির সুরক্ষা" বলতে যিনি/যারা এআইপিপি কার্যক্রমের জালিয়াতি ও দুর্নীতি ফাঁস করে দিয়েছেন তাঁকে/তাঁদেরকে প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য নেয়া পদক্ষেপকে বুঝায়।

স্টাফ ও পরামর্শকদের শিষ্টাচারমূলক আচরণ বা পদ্ধতিগত ত্রুটিসমূহ যেগুলো উপরোল্লেখিত দুর্নীতি, জালিয়াতি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক বা দমনমূলক প্রথার মধ্যে পড়ে না (যেমন জালিয়াতি, দুর্নীতি, দমন ও প্রতারণার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন আইনী ও চুক্তিভুক্ত কাজের দায়বদ্ধতার হয়রানি, অব্যবস্থাপনা, অসম্মানজনক আচরণ ও বিরোধ) সেগুলো এই নীতির কার্যপরিধির মধ্যে পড়বে না। এআইপিপি'র অন্যান্য নীতিমালা ও পদ্ধতিগুলো এ ধরনের বিরোধের যথাযথ দণ্ডবিধান বা প্রতিকারের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.২. এআইপিপি স্টাফ, ব্যক্তি এবং প্রকল্প/কার্যক্রমের পার্টনার

এআইপিপি শূন্য-সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করবে যার মাধ্যমে এআইপিপি'র স্টাফ, পরামর্শক বা প্রকল্প/কার্যক্রমের পার্টনাররা জালিয়াতি, দুর্নীতি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক বা দমনমূলক প্রথার সাথে জড়িত হলে তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। "শূন্য সহনশীলতা" এর অর্থ হলো যে, এআইপিপি এই নীতির কার্যপরিধির আওতায় পড়ে সে ধরনের সকল অভিযোগ তদন্ত করবে এবং যেখানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাবে সেখানে যথাযথ দণ্ড প্রদান করা হবে। এআইপিপি'র প্রযোজ্য বিধিমালা ও প্রবিধান এবং চুক্তিবদ্ধ বিধান অনুসারে এরূপ সকল ঘটনার ক্ষেত্রে এআইপিপি বিভিন্ন শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধান কার্যকর করবে। এরূপ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যথাযথ জাতীয় কর্তৃপক্ষগুলোর নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা। যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি অন্যকোন কর্তৃপক্ষের লোক হয় সেরূপ ক্ষেত্রে এআইপিপি সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে অন্য কর্তৃপক্ষ এই নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এআইপিপি এর আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উন্নত করার কাজ অব্যাহত রাখবে যাতে করে এআইপিপি'র স্টাফ, পরামর্শক বা প্রকল্প/কার্যক্রমের পার্টনারের সম্পর্কযুক্ত এবং সরকারের সাথে কাজের ক্ষেত্রে প্রতারণা, দুর্নীতি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক ও দমনমূলক প্রথার প্রতিরোধ করা, খুঁজে বের করা এবং তদন্ত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়। তাদের কার্যক্রম ও পরিচালনায় দুর্নীতির বিষয়ে যেসকল ব্যক্তি ও সংস্থা অভিযোগ পেশ করেছে এবং যে সকল ব্যক্তি পক্ষপাতিত্ব বা বিদ্বেষপূর্ণ অভিযোগের শিকার হয়েছে তাদেরকে প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষায় এই নীতি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১.৩. প্রতিরোধ ও সতর্কতা

আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো হচ্ছে এআইপিপি কার্যক্রমে প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগঠনের মূল ঢাল। এক্ষেত্রে অনিয়ম প্রথা রোধ করা এবং উদ্ঘাটনের জন্য এআইপিপি'র নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলো পরিবর্তনশীল পরিচালনা ব্যবস্থা

ও জরুরী প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিগত সময়ে অধিকতর উন্নত করা হয়েছে। সদস্য ও নেটওয়ার্কের সাথে এআইপিপি'র প্রকল্প পার্টনারশীপের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ, সম্প্রসারণশীল কর্মএলাকার উপস্থিতি এবং পরামর্শক নিয়োগ/ভাড়া করা হলো অগ্রগতির পরিচায়ক যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলোর শক্তিশালীকরণে গতিশীলতা লাভ করেছে।

এআইপিপি'র বিধিমালা ও প্রবিধান, আইনী কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলোতে (অর্থ ব্যবস্থাপনার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থা এবং বাহ্যিক অডিট সহ) স্টাফ, পরামর্শক ও প্রকল্প পার্টনারদের জন্য যথাযথ আচরণের পরিমাপক (প্যারামিটার) এর সংজ্ঞা প্রদান ও কার্যকর করা হয়েছে এবং জালিয়াতি ও দুর্নীতির ঘটনার রোধকরণ ও উদ্ঘাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানত সাম্প্রতিক ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধক ও উদ্ঘাটন কাঠামোর রূপ দেয়া হয়েছে। ধারাবাহিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর চলমান উদ্যোগ (২০১৩), স্টাফ তত্ত্বাবধান নীতি ও পদ্ধতির উন্নতকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতি, ভালো কাজের মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অধিকতর নৈতিক ও জবাবদিহিতামূলক সমষ্টিগত সংস্কৃতি রূপ দেয়া হচ্ছে এবং এআইপিপি স্টাফদের নৈতিক আচরণের গ্রহণযোগ্য বাধ্যবাধকতাকে সুস্পভাবে সংজ্ঞায়িত করে একটি এআইপিপি-বিশেষায়িত পরিচালনা নীতিমালা তৈরী করা হচ্ছে। এসব হচ্ছে ২০১৩ সালে প্রণীত এআইপিপি আঞ্চলিক সচিবালয়ের সংশোধিত পরিচালনা ম্যানুয়েলের উপাদান। এআইপিপি স্টাফ ও পার্টনারদের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংশোধিত অর্থ ব্যবস্থাপনা নীতি ও নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতার সক্ষমতা ও অর্থ আদান-প্রদান সংক্রান্ত দ্রুত সহজলভ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং অর্থ ও ক্রয় সংক্রান্ত কাজের উপর প্রবাহমান ও অধিকতর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এআইপিপি-তে স্টাফ কর্তৃক সম্পত্তির অপব্যবহার, ক্ষতিসাধন বা হারানো মোকাবেলার জন্য একটি সম্পত্তি জবাবদিহিতা ব্যবস্থাপনা কাঠামোও প্রবর্তন করা হয়েছে।

১.৪. অধিকতর পদক্ষেপ

যে কোন সমাজ ও সংগঠনে দুর্নীতির প্রবনতা থাকে এমনকি সেখানে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থা কার্যকর থাকলেও। দুর্নীতি যে কোন স্থানে হতে পারে, যদি সেখানে যথাযথ নজরদারী ও কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকে। সাম্প্রতিক অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও, এআইপিপি দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছে যে, বিকাশমান উত্তম উদাহরণগুলো অক্ষুন্ন রেখে, কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য এবং শূন্য-সহনশীলতা নীতির প্রতি অবিচল থাকা নিশ্চিতকরণের জন্য উক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়ন করা অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে আইনী ও পদ্ধতিগত দলিলে এসব নীতিমালা সন্নিবেশকরণ (যেগুলি ইতিপূর্বে করা হয়নি); এআইপিপি সদস্য, স্টাফ, প্রকল্প পার্টনার ও ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সময়ানুবর্তিতা, অটুট মনোবল ও দৃঢ়তা হলো দুর্নীতি বিরোধী নীতি কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১.৫. দায়িত্ব

দুর্নীতি বিরোধী নীতি অনুসরণে তদরকী করার ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সার্বিক দায়িত্ব রয়েছে। সচিবালয়ের দুর্নীতি বিরোধী নীতির সার্বিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ করে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব রয়েছে। অনুরূপভাবে এআইপিপি'র পার্টনার সংগঠনের প্রধানেরও তাদের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের দুর্নীতি বিরোধী নীতি কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিবীক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে।

১.৬. যোগাযোগ ও ধারণা

এই দুর্নীতি বিরোধী নীতি অনুসরণ করার জন্য এআইপিপি'র সকল সদস্য, পার্টনার ও স্টাফদের সাথে এই নীতি আদান-প্রদান করা হবে। এআইপিপি সদস্য ও পার্টনাররা, যদি প্রয়োজন হয়, এই নীতি তাদের জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করবে। প্রকল্প সূচনামূলক কর্মশালায় প্রকল্প পার্টনারদের এবং কর্মসূচী কমিটির সভায়, যেভাবে উপযুক্ত সেভাবে, এই দুর্নীতি বিরোধী নীতি সম্পর্কে স্টাফ ও সদস্য/পার্টনারদেরকে একটি ধারণা প্রদান করা হবে।

এআইপিপি'র ওয়েবসাইটে এই দুর্নীতি বিরোধী নীতির ভাষ্য পাওয়া যাবে। এই নীতির ভাষ্যটি বার্ষিক প্রতিবেদনেও প্রকাশ করা হবে।

১.৭. দুর্নীতি বিরোধী নীতির বাস্তবায়ন

চিত্র: এআইপিপি-তে দুর্নীতি বিরোধী নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রবাহ-চিত্র

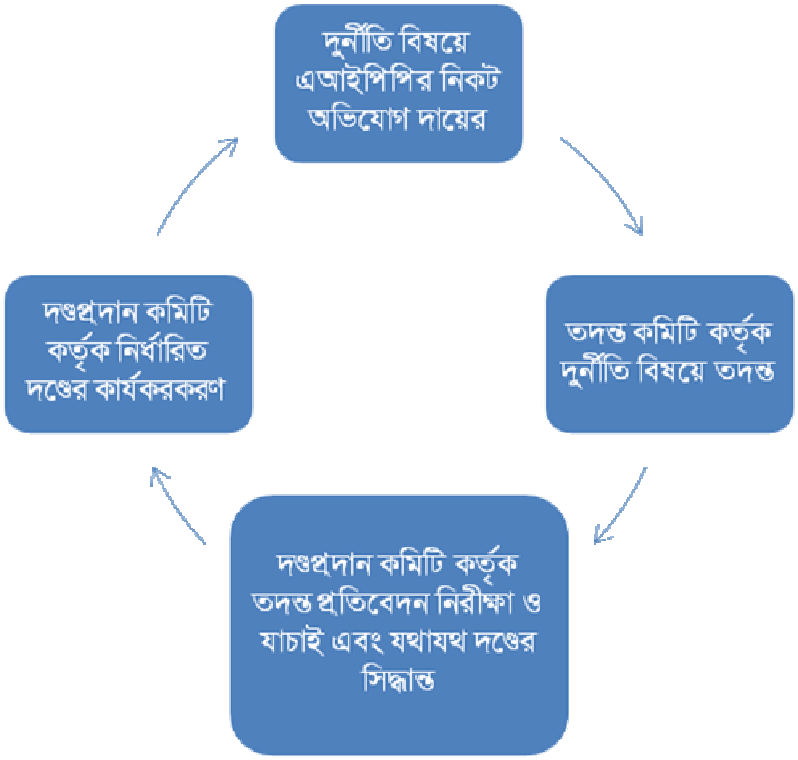

১.৭.১. অভিযোগ চ্যানেল

আর্থিক জালিয়াতি, ঘুষ ও দুনীর্তির সকল সন্দেহ অতি দ্রুত এআইপিপি'র স্থাপিত গোপনীয় চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি এআইপিপি'র উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির নিকট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। রিপোর্ট প্রদানকারীর (হুইসেল বাজানো ব্যক্তির) নাম গোপন রাখার ব্যবস্থাকে সম্মান প্রদর্শন ও সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

এলক্ষ্যে গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য যোগাযোগের নিম্নোক্ত পদ্ধতি স্থাপন করা হবে:

- গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য এআইপিপি'র উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির পরিচালনায় একটি গোপনীয় দুর্নীতি বিরোধী হটলাইন ও একটি ই-মেইল স্থাপন করা হয়েছে। সকল দুর্নীতির সংঘটন ও তথ্যের যে কোন তথ্য এসব চ্যানেলের মাধ্যমে এআইপিপি'র উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির নিকট রিপোর্ট করা যাবে। পরামর্শ প্রক্রিয়ায় তিনি ২-৩ জন সদস্যকে সম্পৃক্ত করবেন। টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা সকল সচিবালয়ের সদস্যকে প্রদান করা হবে, সকল সদস্য ও পার্টনারদের সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং এআইপিপি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রকাশ করা হবে। এসব চ্যানেল পরিচালনার যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ হাতে নেয়া হবে।
- একটি সহজ অভিযোগ ফরমেট তৈরী করা হয়েছে, সদস্য ও পার্টনারদের নিকট বিলি করা হয়েছে এবং এআইপিপি'র ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। হুইসেল বাজানো ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য,

কিন্তু তাদের নিজেদের স্বাধীন বিবেক-বিবেচনায় এই অভিযোগ ফরমেট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এআইপিপি'র তদন্ত কমিটি কাজ করতে সক্ষম হয় তার জন্য এই ফরমেট দেয়া হয়েছে (যাতে তাদের তদন্ত চালানোর জন্য তাদের পর্যাপ্ত তথ্য হাতে থাকে এটা নিশ্চিত করার জন্য)। তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত তথ্য চাইতে পারে।

অভিযোগ চ্যানেল:

ই-মেইল: chupinit@gmail.com
মোবাইল: + 66896813536

১.৭.২. তদন্ত কমিটি

দুর্নীতি বা দুর্নীতি কাজে প্রশয় দেয়ার সন্দেহের অভিযোগ পাওয়ার পর, অভিযোগ যাচাই/মূল্যায়নের জন্য এআইপিপি'র উপদেষ্টা বোর্ড অন্যান্য উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যদের (বোর্ডের কমপক্ষে ৩ সদস্য) সভা আহ্বান করবে। অভিযোগ সঠিক বা সেখানে যথার্থতা রয়েছে বলে যদি বোর্ড বিশ্বাস করে, তাহলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। প্রতিবেদন পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

তদন্ত কমিটির গঠন কাঠামো

এআইপিপি'র উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির গঠন কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

- উপদেষ্টা বোর্ডের তিন সদস্য
- কমপক্ষে দুই (২) জন সৎ ব্যক্তি
- একজন আইনজীবী (মারাত্মক আইনী সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা থাকলে মামলার জন্য বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত)।

১.৭.৩. দণ্ডপ্রদান কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে এবং এআইপিপি উপদেষ্টা বোর্ড থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে অনধিক পাঁচ (৫) সদস্য নিয়ে একটি দণ্ডপ্রদান কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটির প্রধান হবেন কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাথে থাকবেন কার্যনির্বাহী কমিটি বা বোর্ডের অন্যান্য তিন সদস্যসহ এআইপিপি উপদেষ্টা বোর্ডের মনোনীত ব্যক্তি।

দণ্ডপ্রদান কমিটি তদন্তের ফলাফল নিরীক্ষা করবে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়া পক্ষের উপর যথাযথ দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

তদন্ত ও দণ্ডবিধানের ভিত্তিতে, কার্যনির্বাহী কমিটি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য, বিশেষ করে সচিবালয়ের মধ্যে দুর্নীতি কাজের জন্য, মহাসচিবের নিকট পাঠাতে পারে, পক্ষান্তরে কার্যনির্বাহী কমিটি এআইপিপি সদস্য ও পার্টনারদের বেলায়, প্রয়োজন ক্ষেত্রে, মহাসচিব ও কর্মসূচী কমিটির সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং পদক্ষেপ নেবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি ও এআইপিপি উপদেষ্টা বোর্ড মহাসচিব ও সচিবালয়ের সাথে পরামর্শ করে, যেভাবে যখন উপযুক্ত সেভাবে, আভ্যন্তরীণভাবে দুর্নীতির ঘটনা মোকাবেলা করবে। যদি ঘটনাটি খুবই মারাত্মক হয় যা আদালতের মামলা দায়েরের মতো আইনী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হলে, অতিরিক্ত আইনী সহায়তার জন্য প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য আইনজীবী নিয়োগ/ভাড়া করা হবে।

১.৮. লঙ্ঘনের পরিণতি

সকল প্রকার দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত করা হবে এবং দোষী সাব্যস্ত যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষের নীতি সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে এআইপিপি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। এআইপিপি স্টাফের ক্ষেত্রে, উপরেল্লেখিত সংজ্ঞা অনুসারে যে কোন দুর্নীতির জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যান্য সকল স্টাফ, সদস্য ও পার্টনারদের নিকট জানানো হবে, অন্যান্য যথাযথ পদক্ষেপের অতিরিক্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে।

১.৯. প্রতিবেদন পেশ

দুর্নীতির সকল ঘটনা বা সন্দেহজনক দুর্নীতির কাজ সম্পর্কে বিষয়ের গভীরতা ও পরিধি উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে এবং তারপর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সকল প্রতিবেদন এআইপিপি'র কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১.১০. গোপনীয়তা

এআইপিপি অভিযোগ দায়েরকারী যে কোন ব্যাক্তির পরিচিতি বা অনিয়ম সম্পর্কে উদ্বেগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সহ প্রাপ্ত সকল তথ্যের গোপনীয়তা কড়াকড়িভাবে বজায় রাখবে।

এআইপিপি যে কোন হুইসেল বাজানো ব্যক্তির, যিনি সরল বিশ্বাসে সন্দেহজনক জালিয়াতি ও দুর্নীতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন বা অন্যভাবে যিনি তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছেন, তাকে যে কোন প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর।

কিন্তু যদি প্রাপ্ত তথ্য বিদ্বেষপূর্ণ বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা বলে এআইপিপির নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহলে এআইপিপি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এআইপিপি'র নিকট কোন কোন ধরনের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করা উচিত?

এআইপিপি'র সচিবালয়ের পরিচালনা সংক্রান্ত এবং প্রকল্প ও কর্মসূচী কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগ এআইপিপি তদন্ত করে।

এআইপিপি'র নিকট প্রতিবেদনের বিষয়সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- এআইপিপি'র স্টাফ কর্তৃক দেশের আইন লঙ্ঘন করে সরকারী কর্মকর্তার নিকট ঘুষ বা উপহার প্রদান
- এআইপিপি'র প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এআইপিপি'র স্টাফ সদস্য বা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জালিয়াতি ও দুর্নীতি
- কাজের সন্দেহজনক অনিয়ম ও এআইপিপি'র ক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনার লঙ্ঘন
- কাজ পেতে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে উৎকোচ, ঘুষ বা আনুতোষিক প্রদান
- ব্যক্তিগত লাভ ও কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে দাবি
- ব্যক্তিগত আনুকূল্যের বিনিময়ে অনিয়ম উপহার দেয়া ও গ্রহণ

প্রদত্ত হটলাইন নম্বর ও/বা ই-মেইলের মাধ্যমে জালিয়াতি ও দুর্নীতির সম্ভাব্য ঘটনা বিষয়ে দ্রুত প্রতিবেদন পেশ করা এআইপিপি'র স্টাফ সদস্য, এআইপিপি'র সদস্য ও পার্টনারদের অত্যাবশ্যকীয়তা রয়েছে।